কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১০

(১)আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য উপায়ে ভেড়ার খোঁয়াড়ে ঢোকে, সে চোর ও ডাকাত। (২)যে দরজা দিয়ে ঢোকে, সে হচ্ছে ভেড়ার রাখাল। (৩)দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয় এবং ভেড়াগুলো তার আওয়াজ চেনে। সে তার নিজের ভেড়াগুলোকে নাম ধরে ডাকে এবং বাইরে নিয়ে যায়।

(৪)তার নিজের সবগুলোকে বাইরে নিয়ে যাবার পর সে তাদের আগে আগে চলে এবং ভেড়াগুলো তার পেছনে পেছনে যায়, কারণ তারা তার আওয়াজ চেনে। (৫)তারা অপরিচিত কারো পেছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অপরিচিত লোকের আওয়াজ চেনে না।" (৬)হযরত ইসা আ. দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বললেন কিন্তু তারা বুঝলেন না তিনি তাদের কী বলছেন।

(৭)তাই আবার তিনি তাদের বললেন, "আমি সত্যি সত্যিই তোমাদের বলছি, আমিই ভেড়ার খোঁয়াড়ের দরজা। (৮)আমার আগে যারা এসেছিলো তারা সবাই ছিলো চোর ও ডাকাত কিন্তু ভেড়াগুলো তাদের কথা শোনেনি। (৯)আমিই দরজা। যে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসে সে নাজাত পাবে, সে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসবে ও বাইরে যাবে এবং খাবার পাবে। (১০)চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে। আমি এসেছি যেনো তারা জীবন পায় এবং সেই জীবন উপচে পড়ে।

(১১)আমিই উত্তম রাখাল। উত্তম রাখাল ভেড়াগুলোর জন্য তার জীবন দেয়। (১২)বেতনভোগী রাখাল ভেড়ার মালিক নয়; বাঘ আসতে দেখলে সে পালিয়ে যায় এবং বাঘ ভেড়াগুলোকে ধরে নিয়ে যায় এবং ক্ষতবিক্ষত করে। (১৩)বেতনভোগী রাখাল পালিয়ে যায়, কারণ সে ভেড়াগুলোর যত্ন নেয় না।

(১৪)আমি উত্তম রাখাল। আমি নিজেরগুলো চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। (১৫)যেভাবে প্রতিপালক আমাকে জানেন, সেভাবে আমিও তাঁকে জানি। আমি ভেড়াগুলোর জন্য আমার জীবন দেই। (১৬)আমার আরো ভেড়া আছে, যারা এই দলের মধ্যে নেই। তাদেরও আমাকে আনতে হবে এবং তারা আমার কথা শুনবে, যেনো সব মিলে একটি দল হয় এবং একজন রাখাল হয়।

(১৭)এজন্যই প্রতিপালক আমাকে মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার জীবন দেই, যেনো আবার তা গ্রহণ করতে পারি। (১৮)কেউ আমার কাছ থেকে তা নেয় না কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় তা দেই। এটি দিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং আবার নিয়ে নেবার ক্ষমতা আমার আছে। এই হুকুম আমি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে পেয়েছি।"

(১৯)এসব কথার জন্য ইহুদিদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিলো। (২০)তাদের অনেকে বললো, "এর মধ্যে ভূত আছে এবং সে পাগল হয়ে গেছে। কেনো তার কথা শুনবো?" (২১)অন্যেরা বললো, "এসব কোনো ভূতে পাওয়া মানুষের কথা নয়। কোনো ভূত কি অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে?"

(২২)সেই সময়টা ছিলো জেরুসালেমে ইদুল-তাশদিদের সময়। তখন শীতকাল ছিলো। (২৩)এবং হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসের সোলায়মান নামের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। (২৪)ইহুদিরা তাঁর চারপাশে জমা হয়ে বললো, "আর কতো দিন আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবেন? যদি আপনি মসিহ হন, তাহলে আমাদের সোজাসুজি বলুন।" (২৫)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা ইমান আনোনি। আমি আমার প্রতিপালকের নামে যেসব কাজ করি, সেগুলো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; (২৬)কিন্তু তোমরা ইমান আনো না, কারণ তোমরা পালের মধ্যে নও। (২৭)আমার ভেড়াগুলো আমার কথা শোনে। আমি তাদের চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। আমি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাই, (২৮)এবং তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউই তাদেরকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। (২৯)আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন তা সব থেকে মহান এবং কেউই তা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না। (৩০)আমার প্রতিপালক এবং আমি, আমরা এক।"

(৩১)ইহুদিরা আবারো তাঁকে পাথর মারতে চাইলো। (৩২)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের অনেক ভালো কাজ দেখিয়েছি। সেগুলোর কোনটার জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও?" (৩৩)ইহুদিরা উত্তর দিলো, "ভালো কাজের জন্য নয়, বরং তোমার কুফরির জন্যই আমরা তোমাকে পাথর মারতে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছো।"

(৩৪)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তোমাদের কিতাবে কি একথা লেখা নেই যে, 'আমি বলছি, তোমরা আল্লাহ?' (৩৫)আল্লাহর কালাম যাদের কাছে এসেছিলো, তাদের যদি 'আল্লাহ' বলা হয়, তাহলে পূর্বের কিতাব তো বাদ দেয়া যায় না। (৩৬)প্রতিপালক যাকে পবিত্র করেছেন এবং এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেকে 'আমিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন' বলায় তোমরা কেনো বলছো তিনি কুফরি করছেন?

(৩৭)যদি আমি আমার প্রতিপালকের কাজ না করি, তাহলে আমার ওপর ইমান এনো না। (৩৮)কিন্তু যদি আমি সেগুলো করি, আমার ওপর ইমান না আনলেও কাজগুলোর ওপর ইমান আনো, যেনো জানতে ও বুঝতে পারো যে, প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন এবং আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি।"

(৩৯)তারা আবারো তাঁকে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। (৪০)আবার তিনি জর্দান পার হয়ে যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দিতেন, সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকলেন। (৪১)অনেকে তাঁর কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, "হযরত ইয়াহিয়া আ. কোনো মোজেজা দেখাননি কিন্তু এই লোক সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছিলেন তার সবই সত্য।" (৪২)এবং সেখানে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলো।